গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৫ - জুন ৩০, ২০১৬

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিকচিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৮

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ১৯

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ২৭

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক প্রথা; সংস্কৃতি এবং ভাষার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ, পার্বত্য অঞ্চলের সেবাদানকারী অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন এ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ। পার্বত্য শান্তিচুক্তির সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় গত তিন বছরে তিন জেলা পরিষদের প্রতিটিতে ৬টি সরকারি বিষয়/বিভাগকে ইতোমধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলায় ২৬১৫৩ মি. সেচ নালা, ৫৯৫৫ মি. ড্রেন, ১০০১৯৪ মি. জলাধার, ১৪২ কি.মি. গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো, শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১২৬টি স্কুল (২২৪২৬ বর্গ মি.), ৪টি কলেজ ভবন (৪৮০ বর্গ মি.), ধর্মীয় ও সামাজিক অবকাঠামোগত উন্নয়নে ৪২৭১৭ বর্গ মি. ভবন নির্মাণ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য ৩৫টি বিবিধ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ১৬১৬টি পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ ও মেরামত, ৪৯৩০ জন মাঠকর্মী ও কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফলে শিক্ষার হার ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মা ও শিশু মৃত্যুর হার ও অপুষ্টি হ্রাস পেয়েছে। পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য হিমালিকা নামে প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন, আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলসমূহের সংঘাত, সরকারের সাথে আঞ্চলিক পরিষদের সমন্বয়, উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থছাড়ে ধীরগতি, মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতায়ন ও সক্ষমতা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

পার্বত্য এলাকায় সড়ক ও সংযোগ সড়ক এবং অবকাঠামো উন্নয়নে ২৪৫০ কি:মি: রাস্তা, ৮০০০ মি: ড্রেন, ১০,০০০মি. সেতু এবং ২২০০ মি. কালভার্ট নির্মাণ করা হবে । শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪০,০০০ বর্গ মি. স্কুল ভবন, ৬,৫০০ বর্গ মি. কলেজ ভবন, ২,০০০ বর্গ মি. ছাত্রাবাস ভবন নির্মাণ এবং ১৩০০০ জনকে ছাত্রবৃত্তি প্রদান করা হবে।স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ সৃষ্টির জন্য স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে ৬,৭৫,০০০ জনকে স্বাস্থ্য সেবা ও ৫,০০০ জন নারীকে প্রসুতি সেবা প্রদান এবং ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্রের মাধ্যমে দুর্গম অঞ্চলে ৩,৫০,০০০ জনকে সেবা প্রদান করা হবে। কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নে ৭০,০০০ মি. সেচনালা, ২৫০০ মি. ড্যাম/ক্রিক নির্মাণ, ৩০০টি পাওয়ার টিলার, ১০০০টি পাম্প মেশিন, ২৫০টি গাভী এবং ৫০০টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হবে। এছাড়া খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, পরিবেশ সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা, বনায়ন, পরিবেশবান্ধব পযটন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাসহ বিবিধ কার্য্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্য়ায়) ও সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প ৩য় পর্য়ায় এর বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- চলতি অর্থবছরে ১৬৯ কি:মি: রাস্তা, সংযোগ সড়ক, ২,৩১০ মি: ড্রেন, ৩,২৫২ মি: সেতু, ৬৯৭ মি: কালভার্ট নির্মাণ করা হবে;
- ১২,৫৩৫ ব:মি: স্কুলভবন, ১,৮৫৯ ব:মি: কলেজ ভবন, ৪৮২ ব:মি: আয়তনের ছাত্রাবাস নির্মাণ ও ৪,১২৫ জন ছাত্রকে ছাত্রবৃত্তি প্রদান করা হবে;
- স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে ২,০১,০০০ জনকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও ১,৩০০ জন নারীকে প্রসূতি সেবা প্রদান এবং ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্রের মাধ্যমে দূর্গম অঞ্চলের ১,০৮,০০০ জনকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হবে;
- কৃষি সহায়ক ১৯,৩৪৬ মি: সেচনালা, ৭০৫ মি: বাঁধ/ক্রীক নির্মাণ করা হবে এবং কৃষকদের মধ্যে ১৭৯টি পাওয়ার টিলার ও ২৬০টি পাম্প মেশিন সরবরাহ এবং আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় ৫০টি গাভী ও ৫০ টি সেলাই মেশিন বিতরণ;
- বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ৫৬টি ভবন ও ২৮টি বিশ্রামাগার নির্মাণ, ৬ টি বাজার সেড ও ৯৭ ব:মি: আয়তনের যাত্রী ছাউনি নির্মাণ করা হবে; এবং
- নৃ-তাত্ত্বিক সংস্কৃতির সুরক্ষা, লালন ও সংরক্ষণে ১৯টি কর্মসূচি গ্রহণ, ১,৬৮৪ টি প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

উপক্রমণিকা (Preamble)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর মধ্যে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২০ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision):

শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

কল্যাণমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বসবাসকারী জনগণের রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন
২. শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি
৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির লালন, সুরক্ষা ও উন্নতি সাধন
৪. কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন
৫. স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ বৃদ্ধি
৬. পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষণ
৭. সামাজিক ও ধর্মীয় সুবিধা সৃজন ও উন্নয়ন

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন
২. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন
৩. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন
৪. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন
৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন; পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ এবং তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ;
২. সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমন্বয় ও তদারক করা; ইসিমোড (ICIMOD) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে লিয়াঁজো রক্ষা করা;
৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পরিবেশগত ও ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি সংস্থার সাথে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন;
৪. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় কার্যক্রম গ্রহণ এবং সংকটকালে ত্রাণ পূর্নবাসন কার্যক্রম পরিচালনা ও সমন্বয়;
৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিষদ, কমিটি ও অন্যান্য বিশেষ কমিটি/কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা ও সেবা প্রদান;
৬. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কর্মরত বিভিন্ন এনজিও এর কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষণ;
৭. পরিবেশবান্ধব পর্যটন শিল্পকে উৎসাহ প্রদান; এবং
৮. পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত আইন, বিধি ও প্রবিধি প্রণয়ন।

সেকশন ২

মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	চূড়ান্ত ফলাফল সূচক	একক	ভিত্তি বছর ২০১৩-২০১৪	প্রকৃত অর্জন* ২০১৪-২০১৫	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫-২০১৬	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
						২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮		
স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি	স্বাক্ষরতার হার	%	৪৭.৮৩	৪৯.৫	৫১.৩	৫৫.০০	৫৩.২৫	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও উন্নয়ন বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন
শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস	শিশু মৃত্যুর হার	%	৪৬.৩২	৪৪.৫০	৪৩.৩০	৪১.০০	৪২.২৫	স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন

*সাময়িক (provisional) তথ্য